সংবাদ

তারিখ ... 12 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

ফিরোজা আমু হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

অনুমোদনের অপেক্ষায় ক্লাস করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

ঝালকাঠি ফিরোজা আমু হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে এখন ক্লাস শুরু করার জন্যে রয়েছে বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায়। প্রতিষ্ঠানটি নিজেস্ব জায়গাসহ সকল ধরনের চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডকে অবহিত করে অনুমোদন চেয়েছে। রেজিস্টারের কাছে আবেদন করে প্রায় ৩ মাস ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। এই এলাকার সংসদ সদস্য ও শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বোর্ড চেয়ারম্যানকে ১২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ ডিউও লেটার প্রদান করেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ঝালকাঠির কলেজ রোডস্থ পৌরসভার অডিটরিয়ামে অস্থায়ী ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০১ সালে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয় ৩১ জুলাই ২০০২ তারিখ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের অনুমোদনের জন্য বোর্ড ফি জমা দিয়ে আবেদন করেন। পৌর এলাকার মধ্যে প্রয়োজনীয় জমির অভাবে কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে এবং ফান্ড সংগ্রহ করে ঝালকাঠি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের জমি প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রয় করে। কিস্তাকাঠী মৌজায় জেএল ১৩৭, এসএ খতিয়ান ৩৮০ এর ১৯৫, ১৯৬ দাগের ১৫ শতাংশ জমি ২৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখ ২৬৪৭/১৫ নং নিরূপণপত্র দলিল মূলে বোর্ডের নামে রেজিস্ট্রি করে দেন। এই জায়গার পাশে একটি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ২৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখ কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নতুন করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা এবং ১১সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গত ৩০ আগষ্ট ২০১৫ তারিখ পরিচালনা কমিটির সভায় ডা: অপূর্ব চক্রবর্তীকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়। হোমিওপ্যাথি বোর্ডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি জমির দলিল ও গঠনতন্ত্র জমা দেয়। ফিরোজা আমু হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়ে ডিএইচএমএস ১ম বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি করে ক্লাস শুরুর অনুমতি চেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান ফিরোজা আমু হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতালের নামে স্থানীয় জনতা ব্যাংকে গত ১২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ ৫ লাখ টাকা স্থায়ী জামানত রাখা হয়েছে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ এই প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পৌর মেয়র আফজাল হোসেন কলেজ রোডস্থ অডিটরিয়ামে ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাস করার জন্য সাময়িক ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। এখন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের অনুমতির অপেক্ষায় ক্লাস শুরুর প্রহর গুনছে কলেজের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীরা।